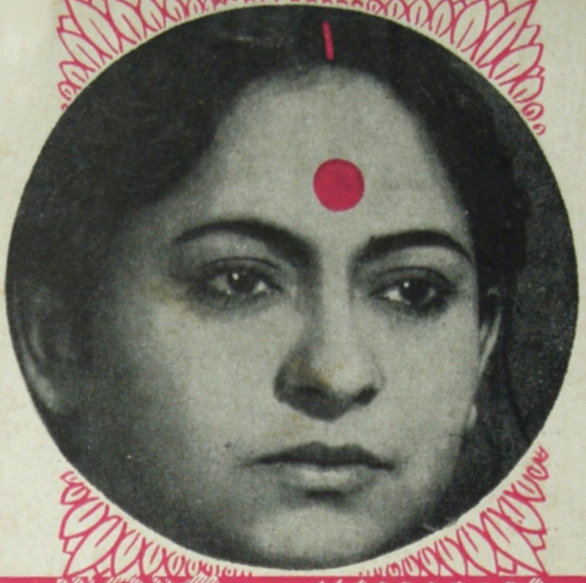

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র

তাপসী

সদ্য-সফল নাটকের চিত্ররূপায়ন

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাঃ লিঃ প্রযোজিত ও পরিবেশিত

তাপসী

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর মঞ্চ সফল নাটকের চিত্ররূপায়ন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অগ্রদূত

সঙ্গীত পরিচালনা : গোপেন মল্লিক

অতিরিক্ত সংলাপ ও সংযোজনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত

চলচ্চিত্রায়ন :	...	বিভূতি লাহা	গীত রচনা :	...	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দানুলেখন :	...	যতীন দত্ত	নেপথ্য যন্ত্র সঙ্গীত :	...	সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা
সম্পাদনা :	...	বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	নৃত্য পরিচালনা :	...	বব্ দাস
শিল্প নির্দেশনা :	...	সত্যেন রায়চৌধুরী	রূপ সজ্জা :	...	বসীর আমেদ
শব্দ পুনর্যোজনা :	...	সত্যেন চট্টোপাধ্যায়	দৃশ্য সজ্জা :	...	অনিল পাইন
ব্যবস্থাপনা :	...	রমেশ সেনগুপ্ত	স্থির চিত্র :	...	এড্না লরেঞ্জ

প্রচার পরিকল্পনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

★ সহযোগিতায় ★

চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় : দেবাংশু মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রায়নে : সুশান্ত মৈত্র ও বৈদ্যনাথ বসাক ● পরিচালনায় : যতীন রায় ও পরিতোষ চক্রবর্তী ● শব্দানুলেখনে : শৈলেন পাল ● সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ ও ভোলানাথ রায় সঙ্গীতে : জানকী দত্ত ● রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী ● শিল্প নির্দেশনায় : জগবন্ধু সাউ ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ দে ও অজিত সেনগুপ্ত ● আলোক নিয়ন্ত্রণে : নারায়ণ চক্রবর্তী, জগন্নাথ ঘোষ, হটো জানা, নবকিশোর বেউরা ও ধনেশ্বর শ্যামল।

★ রূপায়ণে ★

সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যা রায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, বনানী চৌধুরী, শিউলি মজুমদার, রেণুকা রায়, সরযূবালা কমল মিত্র, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, অজয় গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায় জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, করুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু সেনগুপ্ত, অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন গাঙ্গুলী, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, শান্তা মুখার্জি, জ্যোৎস্না ব্যানার্জি, কল্পনা দাস, সুবোধ দে, বটু গাঙ্গুলী ও আরও অনেকে

★ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ★

শ্রীঅন্নপূর্ণা কটন মিল্স লিমিটেড্ ও ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

★ নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে ★

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় ও নির্মলা মিশ্র

রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে 'রীভ্স' শব্দ যন্ত্রে বাণী-বদ্ধ ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটারীজ-এ শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত

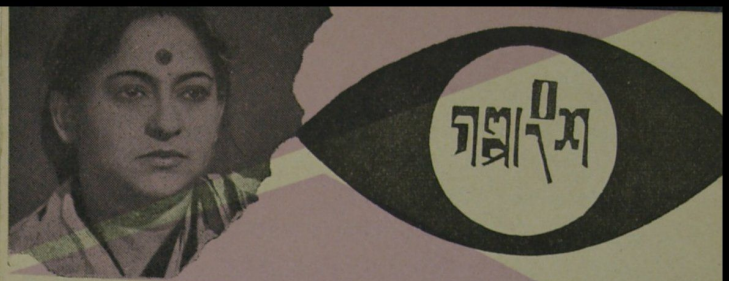

গল্পাংশ

ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে সারা বুকটা যেন ভেঙ্গে পড়ছিল তাপসীর, কিন্তু তবুও সে দীপ্ত কণ্ঠেই স্বামীকে বলেছিল, "তুমি আমায় ত্যাগ করে যাচ্ছ যাও, কিন্তু এইটুকু জেনে যাও, আমি অন্ততঃ জেনে-শুনে তোমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিনি।"

সে কথা কানে তোলেনি মহীতোষ। অন্ধ স্ত্রীকে সে ত্যাগ করেই গিয়েছিল।

'অপটিক্ নার্ভ অ্যাট্রোফি' —চোখের শিরা-উপশিরা শুখিয়ে গিয়ে পরিণামে তাপসী অন্ধই হয়ে যাবে এই ছিল বিশেষজ্ঞের মত। পিতা বিধুভূষণ প্রমাদ গণেছিলেন। বিবাহযোগ্যা একমাত্র সন্তান তাপসী অন্ধ হয়ে যাবে? সারাটা জীবন যে তার পড়ে রয়েছে!

আশার স্থান নিয়েছিল দুরাশা, তাই প্রিয় ছাত্র মহীতোষ যখন তাপসীকে বিবাহ করার প্রার্থনা জানাল, তিনি সাগ্রহেই মত দিয়েছিলেন—তাপসীর আসন্ন অন্ধত্বের কথা গোপন করেই।

নিয়তি দুর্ব্বার!.....

তাপসী অন্ধই হয়ে গেল!

লজ্জায়, অনুশোচনায় অন্ধ মেয়েকে নিয়ে দেশত্যাগী হয়েছিলেন বিধুভূষণ। তাপসী তখন সন্তান সম্ভবা।

তারপর চব্বিশটা বছর কেটে গেছে।

ডাক্তার ভবেন্দ্রনাথ চৌধুরী (তাঁর পিতামহের দেওয়া আদরের নাম ছিল মহীতোষ) এখন কলকাতার একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। নিজের ভুল বুঝতে পেরে, তাপসীর বহু সন্ধান করেছিলেন ভবেন্দ্রনাথ, কিন্তু কোনও সন্ধানই পাননি।

একটু সুখ, একটু শান্তির আশায় আবার বিবাহ করেছিলেন আই, সি, এস, দুহিতা সুষমাকে।

কিন্তু সুষমার উগ্র আধুনিকতার চাপে ক্রমে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন ভবেন্দ্রনাথ।

বড় ছেলে বিলাত প্রবাসী।

ছোট ছেলে সুকুমার ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। লেখা-পড়া ছেড়ে একটা মিলে কাজ নিয়েছিল সে। সংসারের কারুর আচার-ব্যবহারের সঙ্গে তার কোনও মিল ছিলনা। তাই সংসারে সে ছিল অবাঞ্ছিত। সেই কারণেই বোধ হয়, দুঃখ ভোলার জন্য অভিমানে মদ খাওয়া ধরেছিল সুকুমার।

মেয়ে রেখাকে নিজের মতই আধুনিকা করে গড়ে তুলেছিলেন সুষমা দেবী। তাকে নিয়েই পার্টি, পিকনিকে মত্ত থাকতেন তিনি।

সংসারের হাল ধরেছিল সুতপা। ভবেন্দ্রের মৃত বন্ধুর কন্যা —এ বাড়ীর আশ্রিতা। সেই ছিল ভবেন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন। অন্তরের সবটুকু স্নেহ-মমতা সুতপাকেই দিয়েছিলেন ভবেন্দ্র।

তাই সুতপা ছিল সুষমার চক্ষুশূল।

কলেজের তরুণ অধ্যাপক দীপক অল্পদিনেই ভবেন্দ্রের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিল। নিজের লাইব্রেরীতে বসে দীপকের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে আনন্দ পেতেন ভবেন্দ্র। সেই সূত্রেই সুতপার সঙ্গে দীপকের পরিচয়টা ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছিল।

একদিন রাত্রে, সুতপাকে কেন্দ্র করে, ভুল বোঝা-বুঝির ফলে মাতা-পুত্রের মধ্যে এক কলহের ঝড় বহে যায়। ফলে, সুকুমার, অন্য উপায় না দেখে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে ওঠে—'মিল কোয়র্টার'-এ।

তার পরই আর এক বিপর্যয় নেমে এল ভবেন্দ্রের সংসারে। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার অরবিন্দ চ্যাটার্জীর ছেলে, হিরন্ময়ের প্রেমের ছলনায়, আত্মহারা হয়ে চরম ভুল করে বস্‌লো রেখা। লজ্জায় ঘৃণায় আত্মহত্যা করলো সে।

সেই শোকেই পাগল হয়ে গেল সুষমা।

এই সময়েই ভবেন্দ্র জানতে পারেন দীপক, তার প্রিয় ছাত্র দীপক, তাপসীরই ছেলে— তাঁর প্রথম সন্তান।

অভিমানে অন্ধ হয়ে দীপক ভবেন্দ্রকে নিজের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়—তাপসীর সঙ্গে দেখাও করতে দেয় না।

আঘাতের পর আঘাত পেয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন ভবেন্দ্রনাথ— ক্রমে তাঁরও চোখের আলো নিভে আসে।

বিভ্রান্ত হয়ে যায় সুতপা!

কে তাকে পথের সন্ধান দেবে?

সে কী পারবে এই ঘন তমসার বুকে আশার আলো ফুটিয়ে তুলতে?

সফল হবে কী তাপসীর আজীবন তপশ্চর্য্যা?

গান

(১)

এই ফাল্গুনে
আমার এ গান শুনে
কেউ যদি মনে মনে গাইতো
কিছু চাইতো
আজ এ গানের স্বরলিপি চাইতো।

তা হ'লে কেমন হ'ত যদি এসে কেউ
খুঁজে নিত মরমের রং ভরা ঢেউ
আর ময়ূর পঙ্খী তরী বাইতো!

প্রাণে মোর কি যে দোলা লাগতো
কেউ যদি কোন দিন, বেঁধে নিয়ে মনোবীণ
মনে মনে মায়ারাত শুধু জাগতো।
আমারি ফাগুণ ফুলে গেঁথে কোন হার
খেলা ছলে দিয়ে যেতো কণ্ঠে আমার
শুধু খেয়ালী স্বপ্নে আঁখি ছাইতো।

(২)

আমি জানিনা
আমার নয়নে একি অপরূপ মাধুরীর স্বপ্ন জাগে
কেন নিজেকেই আজ এতো নতুন লাগে
জানি না, জানি না, জানি না।

আমার অঙ্গে বাজে এ কোন বীণা
আমি বুঝি তার ঝঙ্কার, সুর বুঝি না,
কেন মন দোলে, দোলে, দোলে রে,
কেন মন দোলে, মিতালীর ছন্দে রাগে।

এই বসন্ত বাতাসের আবেশ লেগে
গোলাপ রঙীন হয়ে উঠলো জেগে,
আজ উঠলো জেগে,
জানি না, কেন জানি না।

একি সবুজের ছোঁয়া লাগে অবুঝ মনে,
শুধু খেয়ালের সাতরঙ্ ঝরে জীবনে।
আমি এতো খুসী কেন—কেন রে
আমি এতো খুসী কোন দিন হইনি আগে॥

(৩)

অনুযোগ অভিযোগ কিছু নয়,
পৃথিবী তোমায় শুধু জানাই সেলাম।
সবার উপরে ছিল সত্য যারা, সেই মানুষকে
করে দিলে টাকার গোলাম—
সেলাম, সেলাম পৃথিবী তোমায় শুধু জানাই
সেলাম।
আসলকে আর কেউ চায় না,
বাহারী মুখোস বিনা কোন মুখ সমাদর পায় না
(চমৎকার!)।
স্নেহ প্রীতি ভালবাসা তাই শুধু দুরাশা
মানুষ ভুলেছে আজ মানুষের দাম।
স্বার্থের দাসখতে সকলেই সই দিয়ে যায়
শুধু ধর্ম্মের কল ছাড়া সব কিছু ঘোরে
এই যুগের হাওয়ায়।
নেশা বিনা গতি নেই কিছুতে (সাবাস্!)
আলো ভেবে ছোটে মন রং ভরা আলেয়ার
পিছুতে।
জীবনের এই হাটে কেউ কিছু চেনে না
নকলকে পেয়ে ভাবে আসল পেলাম।

(৪)

আলোর ভুবন হারিয়ে গেছে
আঁধার পারাবারে
এবার তোমার ক্ষমার প্রদীপ
তুলে ধরো, তুলে ধরো
এই অন্ধকারে।
তৃষিত এই উষর মরু
পায়নি কোন ছায়া তরু
চোখের জলের অনুতাপে
জুড়াতে হায় দাও গো তারে।
হিসাব যখন মেলে না আর
ভুল জমা হয় শেষের দিনে
জীবন যেন তখন জানে
জড়িয়ে আছে সে কোন ঋণে;
অনেক পাওয়ার বোঝা বয়ে
যে মন থাকে কৃপণ হয়ে
সবার চেয়ে সেই তো কাঙ্গাল
সবার বেশী অহংকারে॥

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাঃ লিঃ পরিবেশিত

-টি ছবি

গঠন পথে

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের নিজস্ব ছবি

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর

ধূসর গোধূলী

রুদ্রাণী ফিল্মসের নিবেদন

৮০-তে আসিও না

পরিচালনা • শ্রীজয়দ্রথ

সঙ্গীত • গোপেন মল্লিক

রূপায়নে

ভানু • জহর • তরুণ • রবি

অজিতবরণ • কমল • রুমা

রেণুকা • সুব্রতা

মুক্তি পথে

কে • এস • পিকচার্সের

যাহাঁ সতী উহাঁ ভগবান

পরিচালনা • সতীশ কুমার

সঙ্গীত • লোলা আসার সাত্তার

রূপায়নে

পৃথ্বিরাজ • মহীপাল • অনীতা গুহ

ডি.এম • ব্যাস • সুলোচনা চ্যাটার্জি

কৃষ্ণা কুমারী • নিরঞ্জন শর্মা

ও মাঃ বাবলু

শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ-র পক্ষ হইতে

শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

অলঙ্করণে : শিল্পী নির্মল রায় মুদ্রণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩।